যাদুর ফোয়ারা

নং ৫ ৭৫ পয়সা

ইণ্ডিয়া বুক হাউস, ২৪৯, ডঃ দাদাভাই নওরোজি রোড, বোম্বাই-১ এর পক্ষে এইচ. জি. মিরচান্দানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ. ভি. পোতনিস্ কর্তৃক শ্রী অফসেট প্রেস, ৭এ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ত্রিম্বক রোড, নাসিক-৫ থেকে মুদ্রিত।

অনুবাদ সংস্করণ আমেরিণ্ড পাব্লিশিং করপোরেশনের (নিউ ইয়র্ক) সহযোগিতায়।

পরামর্শদাতা: অনন্ত পাই

অনুবাদক: লীলা মজুমদার

যাদুর ফোয়ারা

সেই সেকালে মস্ত এক রাজার খুব অসুখ হয়েছিল। রাজবাড়ির বৈদ্যরা রোজ তাঁকে দেখতে আসতেন।
দুনিয়ার সব সেরা দাওয়াই তো উঁকে দিয়েছি।
তা ঠিক. কিন্তু কিন্তু কিছুতেই তো ভাল তো কিছু হচ্ছে না!

রাজার তিনটি ছেলে ছিল।
বাবার জন্যে কিছু কি আপনারা করতে পারেন না?
না, আমাদের যা সাধ্য করেছি। এখন একটা কাজ শুধু তোমরাই করতে পারো।

যদি যাদুর ফোয়ারার গুন-করা জল আনতে পারো, তাহলে তাতেই মহারাজ সেরে উঠবেন।
যাদুর ফোয়ারা কোথায়?

তা আমি জানি না। শুধু জানি যে, তা খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত।

রাজার বড় ছেলে তখন ভাবল ...
যাদুর ফোয়ারার জলে যদি আমি আনতে পারি, তাহলে বাবার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে আমিই তাঁর রাজত্ব পাবো।

পরে ...
অনুমতি দিন বাবা, আমি যাদুর ফোয়ারা খুঁজতে যাবো।
কিন্তু তাতে যে খুব বিপদ আছে!

কিন্তু আমি তো সমর্থ জোয়ান। কিছুকে আমি ভয় করিনা বাবা!

বেশ, তাহলে যাও!

পরের দিন সকালে রাজপুত্র রওনা হলেন।

আসি বাবা!

কিছুদূরে ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে রাজপুত্র এক বামনের দেখা পেল।

ও রাজপুত্র এত তড়িঘড়ি চলেছেন কোথায়?

যেখানেই যাই তোমার তাতে কি?

তোমার মেজাজ বড় তিরিক্ষি। তোমার স্বভাব আমি শুধরে দেবো।

রাজপুত্র যত এগিয়ে চলে, সামনের রাস্তা তত সরু হতে হতে শেষে...

আর এগুতেই পারছি না, পেছতেও। ফাঁদে পড়েছি দেখছি! এ সেই বামনের কাজ।

বড় রাজপুত্র আর ফিরে না আসায় ...
তোমার দাদার কোনো বিপদ হয়েছে বলে ভয় হচ্ছে!
বড় দুঃখের কথা বাবা।

কিন্তু মধ্যম রাজপুত্রের মোটেই দুঃখ হয়নি।
দাদা ত ফিরে এল না, এবার আমিই যাদুর ফোয়ারা খুঁজে বার করবো। আর বাবাকে খুশি করে তাঁর রাজত্ব পাবো।

বাবা, আমি দাদার চেয়ে সেয়ানা। আমায় যাদুর ফোয়ারা খোঁজার অনুমতি দিন।
না, তোমায় আমি যেতে দেবো না। তোমার দাদার কি হল দেখলে তো!

কিন্তু রাজপুত্র নাছোড়বান্দা। শেষে ...
আচ্ছা, অনুমতি তোমায় দিতেই হবে দেখছি। যাও, ভাগ্য তোমার সহায় হোক।

পরের দিনই সকালে...

চললাম, বাবা।

ওদিকে প্রাসাদে মহারাজ দুই ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্রমশঃ কাতর আর দুর্বল হয়ে পড়লেন।

বাবার এত দুঃখ আমার সহ্য হয় না। ওঁকে নিরোগ আর খুশি দেখবার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।

পরদিন সকালে ...
আমি বাবা, কথা দিচ্ছি শীগ্‌গিরই ফিরে আসবো।

ছোট রাজপুত্র দাদাদের পথ ধরেই চললে। খানিক বাদেই ...
ঐ আর এক দাম্ভিক রাজপুত্র আসছে। আচ্ছা আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

কল্যান হোক রাজপুত্র। এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?

নমস্কার মশাই, আমার বাবার খুব অসুখ। তাঁর জন্যে যাদুর ফোয়াবার জল আনতে যাচ্ছি।
ভালো, বেশ ভদ্র তুমি, আর স্বভাবটাও মিষ্টি। যাদুর ফোয়ারার হদিস তোমায় দিচ্ছি।

ফোয়ারা আছে এই রাস্তাতেই এক মায়াপুরীর চাতালে।
এই কাঠি আর রুটির জোড়া না দিলে তুমি সেখানে ও ঢুকতে পাবে না।

ছোট রাজপুত্র মায়াপুরীতে পৌঁছে তার ভেলকি কাঠি দিয়ে তিনবার টোকা দিতেই প্রাসাদের দরজা খুলে গেল।

ভিতরে সেই সিংহ দুটো।
এই নাও, এতেই তোমরা ঠাণ্ডা হবে।

তারপর ...
কে জানে, ফোয়ারাটা কোথায়!

একটি সুন্দরী মেয়েকে
গেল।
পুত্র,
ফয়ারার
বলতে পারো, যাদুর ফোয়ারা কোথায়? আমার বাবার জন্যে তার স্নান-করা জল নিয়ে যেতে হবে।

এই দরজা দিয়ে গেলেই সেই চাতালে যাদুর ফোয়ারা দেখতে পাবে। তুমি কি শুধু তাই চাও?
না আমি
তার একটা
আমায় বিয়ে করবে?

করবো রাজপুত্র। কিন্তু এক বছর আমার বিয়ে হবে না। তারপর এসো। আমায় বিয়ে করে আমার রাজত্ব পাবে।

এক বছর আর কাটতেই চাইবে না। তবু আমি অপেক্ষা করবো। আজ থেকে এক বছর বাদে আমি আবার আসবো তোমার জন্যে। ততদিন পর্যন্ত বিদায়!

তারপর রাজপুত্র প্রাসাদের চাতালে সেই যাদুর ফোয়ারা খুঁজে পেল।

এবার আমার বাবা সেরে উঠবেন।

ফেরার পথে আবার সেই বামনের সঙ্গে দেখা।

তুমি দয়া করে যা করেছ, তার জন্যে ধন্যবাদ, বন্ধু। আমি যাদুর ফোয়ারার জল পেয়েছি। আর ফিরে এসে বিয়ে করব বলে এক সুন্দরী রাজকন্যা অপেক্ষা করছে।

পারি, তারা কোথায় জানি। নীচ আর অভদ্র বলে তাদের এক সরু রাস্তার ফাঁদে আটকে রেখেছি।

করে তাদের ছেড়ে দাও। বাবাকে
ওদের খুঁজে আনবো। ওরা
সঙ্গে না ফিরলে বাবা কখনো
সেরে উঠবেন না।
বেশ, আমি ওদের ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, ওদের মনে বড় পাপ!
বড় দু'ভাইকে বামন ছেড়ে দিলে।
গাছগুলো ফাঁক হচ্ছে, আমরা মুক্ত!
ছোট রাজপুত্র ভাইদের সঙ্গে মিলতে এগিয়ে এলে।
বড়দা, মেজদা, তোমাদের আবার দেখা পেয়ে খুশি হলাম!

ছোট রাজপুত্র দাদাদের তার সৌভাগ্যের কথা বলল।
আমার এই বোতলে যাদুর ফোয়ারার জল আছে।
আর এক প্রাসাদে সুন্দরী এক রাজকন্যা আমার অপেক্ষায় আছে। এক বছর বাদে ফিরে গিয়ে তাকে বিয়ে করে সেখানকার রাজা হব।
কি চমৎকার! ছোট ভাইটি, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।
পরে ওরা যখন সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছে …
এত ঘোরাঘুরিতে তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত। এখানে থেমে একটু বিশ্রাম করলে কেমন হয়?
খুব ভাল কথা। তুমি ঠিকই বলেছ।
ছোট রাজপুত্র খানিক বাদেই ঘুমিয়ে পড়লে পর …
এ তো ভাল কথা নয়। আমাদের ছোট ভাই-ই বাবার পেয়ারের হয়ে উঠে রাজ্য পাবে।
তাই ত বটে!

ফোয়ারার জলে
আমরা নিয়ে বাবাকে
পারি, তাহলে
তাঁর প্রিয়

কিন্তু জলে বাগাবো কি করে?

প্রথমে যাদুর জল ওর বোতল থেকে আমার বোতলে ঢেলে নেবো।

তার পর ওর বোতলে সমুদ্রের জল ভরে দেবো।
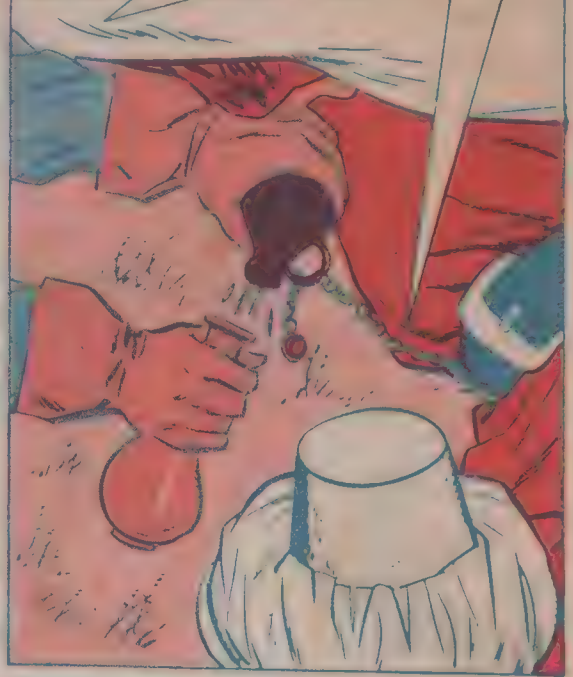
ছোট রাজপুত্র অবশ্য দাদাদের সঙ্গে রাজবাড়িতে ফেরার পথে ইতিমধ্যে কি হয়েছে জানতেই পারল না।
বৈদ্য মশাই, এই যাদুর ফোয়ারার জল। বাবাকে খাইয়ে দিন।

শুধু বড় ভাইরাই জানতো ছোটরাজপুত্রের বোতলে সমুদ্রের জল আছে।
এই নিন মহারাজ, এ জলে খেলেই সেরে উঠবেন।
বেশ বাবা, খুশি হলাম।

তারপর ...
এ কি! ভীষণ খারাপ লাগছে! জলে কি ছিলে?
বাবা, মনে হচ্ছে ছোট রাজপুত্র আপনার অসুখ বাড়াবার জন্যে খারাপ জল দিয়েছে। আমাদের কাছে যাদুর ফোয়ারার খাঁটি জল আছে। একটু খেয়ে দেখুন।

মহারাজ যাদুর ফোয়ারার জল খাবার পর ...
আমি আবার সেরে উঠেছি!

তোমরাই পিতৃভক্ত ছেলে, আমাকে সারিয়েছ।

এমনি করে একটা বছর কেটে গেল। একদিন যাদুর ফোয়ারার রাজকন্যার এক ঘোষণা তার রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের পড়ে শোনানো হলে।

যাদুর ফোয়ারার রাজকন্যা রাজ প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত একটি সোনা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা তৈরী করাচ্ছেন। সত্যিকার রাজপুত্র ডাইনে কি বাঁয়ে না গিয়ে সেই পথেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসবেন। তাইতেই তাঁকে আসলে বলে চেনা যাবে।

ইতিমধ্যে ছোটরাজপুত্রকে রাজকন্যা যে কথা দিয়েছিলে, তা বড় রাজপুত্রের মনে পড়ল।

ও হলদে
কিসের ?
আরে ! এতো প্রাসাদের দরজায় পৌঁছবার সোনা বাঁধানো রাস্তা ! কিন্তু এত দামী রাস্তায় ত' চলা যায় না।
রাজপুত্র ঘোড়ার মুখ রাস্তার ডাইনে ঘোরালেন , আর ...
ফিরে যাও! তুমি আসল রাজপুত্র নও। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

মধ্যম রাজপুত্র এবার সুন্দরী রাজকন্যাকে পাবার জন্যে রওনা হলেন, খানিক বাদেই ...

কি সুন্দর সোনার রাস্তা! বা দিক দিয়ে ঘোড়া চালাই। সোনাটা থাক মোহর বানাবার জন্যে।

মেজ রাজপুত্রের খাতির হল তার বড় ভাই এর মতোই।

ফিরে যাও! তুমি আসলে রাজপুত্র নও। রাজকন্যার দেখা পাবে না।

তখন রাজকন্যার দেখা পর্যন্ত না পেয়ে দু'ভাইকে ফিরে যেতে হল।

কন্যার কথা ভাবতে ছোট রাজপুত্র এত তন্ময় যে কখন যে সে সোনা
ানো রাস্তা দিয়ে চলেছে, তার খেয়ালই নেই।

ডাইনে কি বাঁয়ে না গিয়ে সে সোজা খোলা বাঁধানো রাস্তাতেই ঘোড়া ছুটিয়ে চললে!
এই ত! আসল রাজপুত্র আসছেন।

খোলা হলে তখুনি।

এস আমার রাজপুত্র!

তা তো সত্যি নয়! আমি তোমার বাবাকে এখুনি ডাকিয়ে আনাচ্ছি।

মহারাজ এসে রাজকন্যার কাছে যা সত্যি ঘটেছিল, সব শুনলেন।
কি আনন্দ! তাহলে তুমিই সত্যিকার পিতৃভক্ত!
তোমার দাদারা যা করেছে, তার জন্যে আমি তাদের শাস্তি দেবো।
কিন্তু দু'ভাই ততদিনে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, আর ফিরে আসেনি।

যাদুর ফোয়ারার রাজকন্যার সঙ্গে ছোট রাজপুত্রের বিয়ে হল।
সারা জীবন তারা পরম সুখে কাটাল।
সমাপ্ত

খড় কয়লা ও শিম

একদিন এক বুড়ি ঠিক করলে কিছু শিমের বীচ সেদ্ধ করে খাবে।

বীচিগুলো হাঁড়িতে ঢালবার সময় একটা মেঝেয় পড়ে গেল।

বীচিটা দেখল একটা খড় ও আগুন থেকে সেখানে ছিটকে পড়েছে।

পর উনুন থেকে একটা
গড়িয়ে পড়ল।
গরম হয়েছি!
পুড়ে
ছাই হয়ে
যেতাম।
বন্ধুরা! আমাদের সকলেরই বরাত
যাছি. খড় ভাই
বেঁচেছ আর তুমি আঙরা
বন্ধুর মতো আমাদের সবাইকে
এক সঙ্গে থাকতে হবে। ধরা
পড়বার আগে এখন পালাই চল।
খড়ের কুচি আঙর
চুপি চুপি দরজা
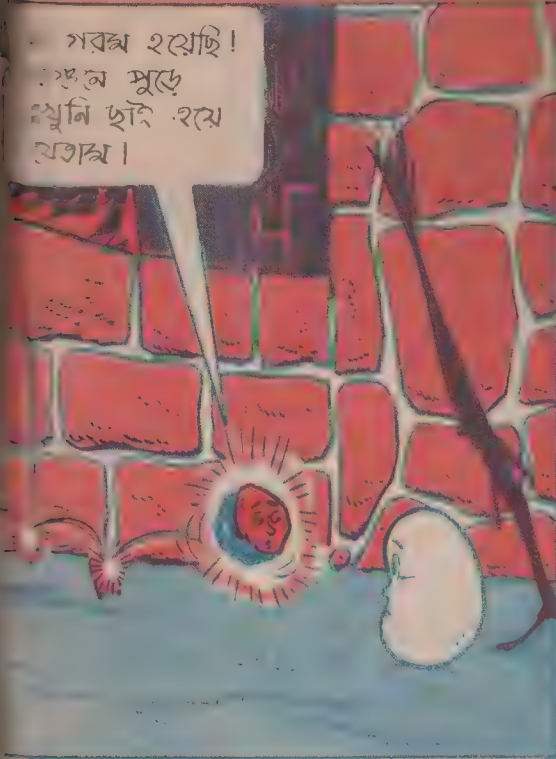
মেঠো রাস্তা ধরে নিঃসাড় বনের ভেতর দিয়ে তারা একটা নালায় এসে পৌছল।
এখন উপায়? পার হব কি করে?
আমি নালার ওপর পোল হয়ে নিজেকে পেতে দিচ্ছি। তোমরা পার হও।
কি উঁচু তোমার মন!
দেরী কোরোনা! বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকতে পারব না।

জ্বলন্ত আঙরাটা নাচতে নাচতে খড়টার ওপর গিয়ে উঠলে।
ভয় তার যত বাড়ে তত সে গনগনে লাল হয়ে ওঠে।
দোহাই তাড়াতাড়ি এগোও। আমায় যে পুড়িয়ে দু'খানা করছ!
কয়লার টুকরো তবু
পুড়ে দু'ফাঁক খড়টার
জলেই পড়ে গেলে।
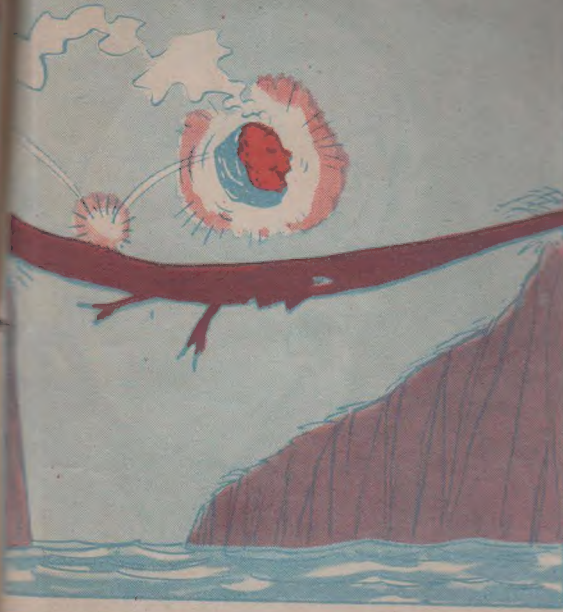
তাই দেখে শিমের বীচির হাসি আর থামতেই চায়না।

হাসতে হাসতে হাসির চোটে সে ফেটেই গেল।
ওমা, আমার জামা যে ফর্দা ফাঁই।

এক দর্জি যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, সে দেখল সব।
তোমাকেও সেলাই করতে হবে বাছা!

দর্জি শিমের বীচি সেলাই করে জুড়ে দিল। কিন্তু তার সুতোটা ছিল কাল, তাই অনেক শিমের বীচির জোড়াটা কালচে।
সমাপ্ত
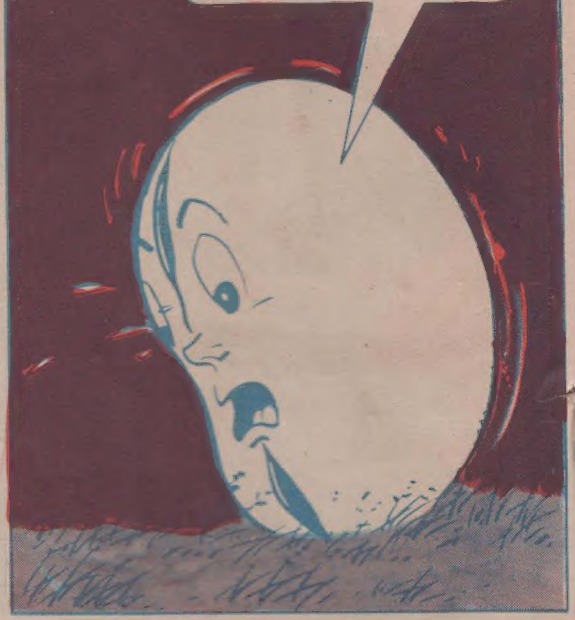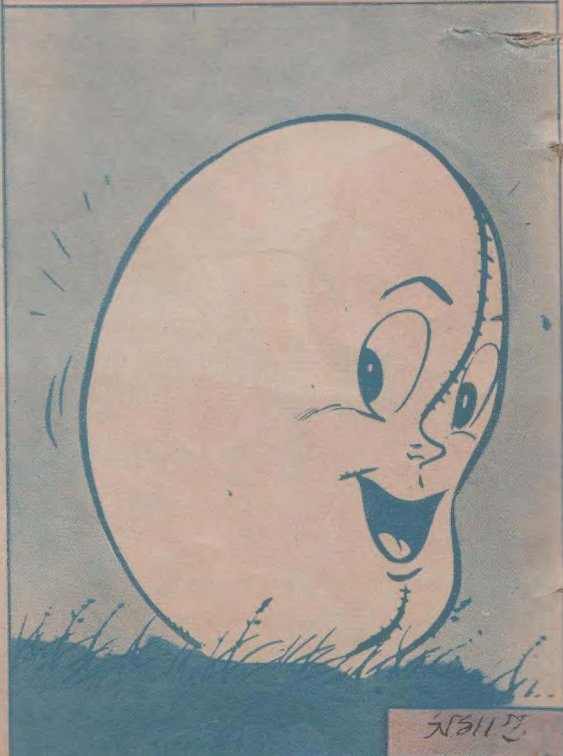
জন্তু জানোয়ার

কাঠ বিড়ালী

কাঠ বিড়ালীরা বাদাম খেতে ভালবাসে। শরতে তারা বাদাম পুরে রাখে, যাতে শীতকালে খেতে পায়।

কাঠ বিড়ালীদের কল্যানে আমাদের ধন বেড়ে চলে। তাদের পুঁতে রাখা এক একটা বাদাম থেকে গাছ গজিয়ে ওঠে।

কাঠ বিড়ালীরা সাঁতরাতে পারে। ভাল খাবারের জায়গার খোঁজে তারা বড় বড় নদী হ্রদ সাঁতরে পার হয়ে যায়।

কখনো কখনো কাঠ বিড়ালীর ছানা বাসা থেকে পড়ে যায়। সে রকম ছানা পেলে ওষুধের ড্রপারে জলে মেশানো দুধ খাইও। দু'এক দিনেই ছানাটা বাসায় ফেরবার মতো চাঙ্গা হয়ে উঠবে।